খুতবা জুম'আ

২৩ মার্চের দিনটি জামাতে আহমদীয়ায় এ কারণে স্মরণীয় যে এদিন জামা'তের ভিত্তি রচিত হয়। প্রতিবছর এ দিনটি আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানোর একটি উপলক্ষ্য হওয়া উচিত যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ২৬ মার্চ্চ ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

هُوَ الَّذِیۡ بَعَثَ فِی الۡاُمِّیّٖنَ رَسُوۡلًا مِّنۡهُمۡ یَتۡلُوۡا عَلَیۡهِمۡ اٰیٰتِهٖ وَیُزَکِّیۡهِمۡ وَیُعَلِّمُهُمُ الۡکِتٰبَ وَالۡحِکۡمَةَ ۟ وَاِنۡ کَانُوۡا مِنۡ قَبۡلُ لَفِیۡ ضَلٰلٍ مُّبِیۡنٍ ۙ﴿۳﴾ وَّاٰخَرِیۡنَ مِنۡهُمۡ لَمَّا یَلۡحَقُوۡا بِهِمۡ ؕ

অর্থাৎ ঃ **তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মীদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল আবির্ভূত করেছেন, যিনি তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ আবৃত্তি করে এবং তাদেরকে পবিত্র করে আর তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়, যদিও ইতিপূর্বে তারা প্রকাশ্য ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। আর তাদের মধ্য হতে অন্যদের প্রতিও তাকে আবির্ভূত করেছেন যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয় নি। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়।**

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, দু'তিন দিন পূর্বে ২৩শে মার্চের দিন গত হয়েছে। এদিন জামা'তের ভিত্তি রচিত হয়। কাজেই, প্রতিবছর এ দিনটি আমাদেরকে এই বিষয়টি স্মরণ করানোর একটি উপলক্ষ্য হওয়া উচিত যে, কুরআন ও মহানবী (সা.)এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য হলো, ধর্মের সংস্কার করা এবং ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা পৃথিবীতে পুনর্বাসন করা। আমরা যারা তাঁর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি করি, আমাদেরকেও এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের নিমিত্তে স্ব-স্ব যোগ্যতানুসারে এতে অংশীদার হতে হবে, খোদাতা'লার সাথে বিভ্রান্ত মানবতার, সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে এবং পরস্পরের অধিকার প্রদানের প্রতি বান্দাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হবে। একথা স্পষ্ট যে, এর জন্য সর্বপ্রথম আমাদের নিজেদের আত্মসংশোধন করতে হবে। যাহোক, এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তাঁর আগমনের প্রয়োজনীয়তা, উদ্দেশ্য এবং ইতিপূর্বে কুরআনে উল্লিখিত ও মহানবী (সা.) কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী কীভাবে পূর্ণ হয়েছে এবং হচ্ছে-তার উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মাধ্যমে তাঁর সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। এছাড়া জামা'তের সদস্যদের মাঝে সেই পবিত্র পরিবর্তন সাধিত হওয়া সম্পর্কেও উল্লেখ করব যা তিনি (আ.) বলে গেছেন, যে পবিত্র পরিবর্তন সাহাবীদের জীবনে এসেছিল। এছাড়া তিনি (আ.) সেসব দুঃখ-কষ্টের কথাও উল্লেখ করেছেন, যা সাহাবীদের ভোগ করতে হয়েছে আর বর্তমানে জামা'তের সদস্যরাও এর সম্মুখীন। অতএব, আমাদের সর্বদা এই বিষয়গুলোকে দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, যেন আমরা জামা'তী হিসাবে অধঃপতিত হওয়ার পরিবর্তে উন্নতি করতে সক্ষম হই।

আমি যে আয়াতগুলো পাঠ করেছি, এর ব্যাখ্যায় এক স্থানে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াতের সারকথা হলো, আল্লাহ্তা'লা হলেন সেই খোদা যিনি (স্বীয়) রসূলকে এমন সময়ে

প্রেরণ করেছেন যখন মানুষ জ্ঞান ও প্রজ্ঞা হতে রিক্ত হস্ত হয়ে গিয়েছিল আর প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ রসূল তাদের অন্তরাত্মাকে পবিত্র করেছেন এবং কিতাবের জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় তাদের পরিপূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ নিদর্শন এবং মো'জেযার মাধ্যমে তাদেরকে দৃঢ় বিশ্বাসের পরম মার্গে উপনীত করেছেন আর খোদা দর্শনের জ্যোতিতে তাদের হৃদয়কে জ্যোতির্মণ্ডিত করেছেন। এরপর তিনি বলেন, আরেকটি জামা'ত আছে যা শেষযুগে আত্মপ্রকাশ করবে। তারাও প্রথমে অমানিশা ও ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত থাকবে এবং জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর দৃঢ়বিশ্বাস থেকে যোজন যোজন দূরে থাকবে। তখন খোদাতা'লা তাদেরকেও সাহাবীদের রঙে রঙীন করবেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, এই হলো সেই দৃঢ়বিশ্বাস যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)এর হাতে বয়আতের পর তাঁর সত্যতা সম্পর্কে আমাদের লাভ হওয়া উচিত। মহানবী (সা.)এর প্রতি ঈমান এবং ইসলামের সত্যতার প্রতি আমাদের সেরূপই ঈমান ও দৃঢ়বিশ্বাস থাকা উচিত যেরূপ (ঈমান ও বিশ্বাস) সাহাবীদের ছিল। সাহাবীদের জীবনচরিত বর্ণনা করতে গিয়ে, যেমনটি আজকাল আমি খুতবায় তুলে ধরছি।

তিনি (আ.) বলেন, হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সালমান ফার্সী-র কাঁধে হাত রেখে বলেন, যদি ঈমান সুরাইয়া নক্ষত্রেও অর্থাৎ আকাশেও উঠে যায় তবুও পারস্য বংশীয় এক ব্যক্তি তা ফিরিয়ে আনবেন। এখানে তিনি এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে, শেষযুগে পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তির জন্ম হবে। সেই যুগে, যে যুগ সম্পর্কে লেখা আছে, যে যুগে কুরআনকে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হবে, সে যুগই মসীহ্ মওউদের আবির্ভাবের যুগ। আর এই সমস্ত লক্ষণাবলী ক্রুশীয় আক্রমণের যুগকে কেন্দ্র করেই বর্ণনা করা হয়েছে এবং লেখা আছে যে, মানুষের ঈমানের ওপর উক্ত আক্রমণের অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়বে। আর এ আয়াত তাঁর জামা'ত সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ এই আয়াতের মর্মকথা হলো, চরম ভ্রষ্টতার পর হেদায়েত ও প্রজ্ঞা লাভকারী আর মহানবী (সা.)এর নিদর্শনাবলী এবং কল্যাণরাজি প্রত্যক্ষকারী কেবল দু'টো জামা'ত বা দল রয়েছে। প্রথমটি হলো, মহানবী (সা.)এর সাহাবীগণের জামা'ত, দ্বিতীয় জামা'তটি হলো, মসীহ্ মওউদের জামা'ত। যা তেরশ' বছর পর পুনরায় মহানবী (সা.)এর মু'জেযা সমূহের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে যে, **দারকুতনী** ও **'ফাতাওয়া ইবনে হাজর'**এর হাদীস অনুসারে রমজান মাসে **'কুসূফ'** ও **'খুসূফ'**এর নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে। সুতরাং এটি মহানবী (সা.)এর একটি নিদর্শন ছিল, যা মানুষ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর হাজার হাজার মানুষ **'যুস্ সিনীন'** তারকাও উদিত হতে দেখেছে যার প্রকাশিত হওয়া ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মওউদ (আ.)এর যুগের লক্ষণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অনুরূপভাবে জাভার (আগ্নেয়গিরির) অগ্নিও লক্ষ-কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে। তদ্রূপ প্লেগের প্রাদুর্ভাব এবং হজ্জব্রত পালনে নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়া সকলেই স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন দেশে রেল চলাচল আরম্ভ হওয়া ও উট বেকার হওয়া— এ সবই মহানবী (সা.)এর নিদর্শন ছিল, যা বর্তমান যুগে সেভাবেই প্রত্যক্ষ করা হয়েছে যেমনটি সাহাবীরা (রা.) নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এরূপ নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে বর্তমান যুগের ঘটনাও সাহাবীসদৃশ। অনেক আঙ্গিকেই এই জামা'ত সাহাবীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। যেমন-তারা অলৌকিক নিদর্শনাবলী দেখেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) দেখেছেন। তারা খোদাতা'লার নিদর্শন এবং নিত্যনতুন সাহায্য-সমর্থনে আধ্যাত্মিক জ্যোতি ও বিশ্বাসে ধন্য হন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) হয়েছেন। তারা আল্লাহ্‌র পথে মানুষের ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা ও নানাবিধ মর্মপীড়াদায়ক কটূক্তি, কটাক্ষ এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার মতো কষ্ট সহ্য করছেন যেভাবে সাহাবীরা (রা.) সহ্য করেছেন।

তাদের মাঝে অনেকেই রয়েছেন যারা নামাযে ক্রন্দন করেন এবং সিজদাগাহ্‌কে অশ্রুসিক্ত করেন, যেভাবে সাহাবীরা ক্রন্দন করতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন আছেন যারা সত্যস্বপ্ন দেখেন এবং ঐশী ইলহামের মর্যাদায় ধন্য হন, যেমনটি সাহাবীরা (রা.) হতেন। তাদের মাঝে অনেকে এমন রয়েছেন যারা তাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কেবলমাত্র আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আমাদের জামা'তে ব্যয় করেন, যেভাবে সাহাবীরা (রা.) ব্যয় করতেন। মোটকথা এই জামা'তে সে সকল লক্ষণাবলী বিদ্যমান যা **"আখারিনা মিনহুম"** শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত রয়েছে।

এই যুগ মূলত সেই (প্রতিশ্রুত) যুগ যে যুগে খোদাতা'লা বিভিন্ন জাতিকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করার আর সকল ধর্মীয় মতানৈক্য দূর করে অবশেষে এক ধর্মের মাঝে সবাইকে একত্রিত করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। আর এ যুগ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে অনেক নিদর্শন লিপিবদ্ধ আছে। সেসব নিদর্শগুলি হলো, সে যুগে নদীসমূহ থেকে (খাল কেটে) অনেক জলধারা বের করা হবে, ভূমি থেকে সুপ্ত খনিসমূহ

উদঘাটন করা হবে, এমন এমন উপকরণ সৃষ্টি হবে-যার মাধ্যমে ব্যাপকহারে বইপুস্তক প্রকাশিত হবে। সে দিনগুলোতে এমন এক বাহন আবিষ্কার হবে-যা উটকে বেকার করে দিবে আর এর মাধ্যমে পারস্পরিক সাক্ষাতের পথ সুগম হয়ে যাবে। পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সহজসাধ্য হবে আর এবং একে অপরকে খুব সহজে খবরাখবর আদান-প্রদান করতে সক্ষম হবে। সে দিনগুলোতে আকাশে একই মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হবে। আরেকটি হ লো, অনন্তর পৃথিবীতে ভয়াবহ প্লেগ ছড়িয়ে পড়বে, এমনকি কোন শহর ও গ্রাম এর বাইরে থাকবে না যা মহামারি কবলিত হবে না। এসব নিদর্শন এ যুগে তথা যে যুগে আমরা বসবাস করছি-পূর্ণ হয়েছে। বুদ্ধিমানদের জন্য এটি স্পষ্ট ও আলোকিত পথ যে, এমন যুগে আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন যখন কিনা পবিত্র কুরআনে লিপিবদ্ধ সকল লক্ষণাবলী আমার আবির্ভাবকে কেন্দ্র করে প্রকাশিত হয়ে গেছে।

তিনি (আঃ) নিজ দাবি সম্পর্কে বলেন, আমিই সেই ব্যক্তি, যে নির্ধারিত সময়ে আবির্ভূত হয়েছে। পৃথিবীতে কি এমন কোন মানুষ জীবিত আছে যে নিদর্শন প্রদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার বিপরীতে জয়যুক্ত হতে পারে? আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ! এখন পর্যন্ত দু'লক্ষাধিক নিদর্শন আমার হাতে প্রকাশিত হয়েছে আর সম্ভবত প্রায় দশ হাজার বা ততোধিক মানুষ মহানবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখেছেন যাতে তিনি আমার সত্যায়ন করেছেন।

এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, সত্য কথা হলো, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদীর আসল কাজই হলো, যুদ্ধ-বিগ্রহের ধারা বন্ধ করে কলম, দোয়া ও খোদানুরাগের মাধ্যমে ইসলামের নাম সমুন্নত করা। অতএব, আজও তার মান্যকারীদের কলম, দোয়া খোদানুরাগের ভিত্তিতে কাজ করা হলো দায়িত্ব। তিনি বলেন, আক্ষেপের বিষয় হলো, মানুষ এ বিষয়টি বুঝতে পারে না, কেননা জাগতিকতার প্রতি এদের যতটা মনোযোগ রয়েছে ধর্মের প্রতি ততটা মনোযোগ নেই। আমাদেরও নিজেদের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিত। জাগতিক কলুষ ও নোংরামিতে লিপ্ত থেকে এটি কীভাবে আশা করা যেতে পারে যে, তাদের প্রতি পবিত্র কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচিত হবে? আমার প্রেরিত হবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবল ইসলামের সংস্কার ও সমর্থন করা। মহানবী (সা.)এর পবিত্র সত্তায় শরীয়ত এবং নবুওয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে। কিন্তু মহানবী (সা.)এর বরকত ও কল্যাণধারা এবং কুরআন শরীফের শিক্ষা ও হেদায়েতের ফল বহন করা বন্ধ হয়ে যায় নি। এমন পরিস্থিতিতে খোদাতা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন ইসলামের সমর্থন ও তত্ত্বাবধান করার জন্য।

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের নোংরা কর্থাবার্তার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমার এ বিষয়ে কোন আক্ষেপ নেই যে, আমার নাম দাজ্জাল ও কাযযাব (মিথ্যাবাদী) রাখা হয় এবং আমার ওপর বিভিন্ন অপবাদ আরোপ করা হয়। কেননা, আমার সাথে সেই ব্যবহার হওয়া অবশ্যম্ভাবী, যা আমার পূর্ববর্তী প্রত্যাদিষ্টদের সাথে হয়েছে।

অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমি আমার রচনাবলীর মাধ্যমে এমন নিখুঁত পন্থা উপস্থাপন করেছি যা ইসলামকে সফল এবং অন্যান্য ধর্মের ওপর জয়যুক্ত করবে। খোদাতা'লার নামে আমার কসম খাওয়া এবং সেসব নিদর্শন, যা তিনি আমার সমর্থনে প্রকাশ করেছেন, তা দেখার পরও যদি তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক বল, তবে আমি খোদাতা'লার কসম দিয়ে বলছি, এমন কোন প্রতারকের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন কর যে কিনা প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত আল্লাহ্‌তা'লার প্রতি মিথ্যারোপ ও প্রতারণা করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তার সাহায্য-সহযোগিতা করা অব্যাহত রাখবেন। আল্লাহ্‌তায়ালা এমনভাবে আমায় সাহায্য-সমর্থন করছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়ে আমার ভালোবাসা সঞ্চার করেছেন।

এখন ঊর্দ্ধলোক থেকে যে জ্যোতি এবং কল্যাণরাজি অবতীর্ণ হচ্ছে সেগুলোকে মুসলমানদের মূল্যায়ন করা উচিত আর আল্লাহ্‌তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত, কেননা তিনি যথাসময়ে তাদের হাত ধরেছেন। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে পূর্ণ বিশ্বাস এবং অন্তর্দৃষ্টির সাথে বলছি, আল্লাহ্‌তা'লা অন্যান্য ধর্মকে মিটিয়ে ইসলামকে জয়যুক্ত ও শক্তিশালী করার সংকল্প করেছেন।

আমি যদি মহানবী (সা.)এর উম্মত না হতাম এবং তাঁর আনুগত্য না করতাম তাহলে আমার কর্ম পৃথিবীর যাবতীয় পাহাড়সম হলেও কখনোই আমি এই কথোপকথন ও বাক্যালাপের মর্যাদা লাভ করতে পারতাম না। কেননা মুহাম্মদী নবুয়্যত ব্যতীত অন্য সকল নবুয়্যতের পথ এখন রুদ্ধ। খোদা আমাকে যে কাজের জন্য প্রেরণ করেছেন তা হলো-খোদা এবং তাঁর সৃষ্টির সম্পর্কের মাঝে যে পঙ্কিলতা দেখা দিয়েছে আমি যেন তা দূর করে আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করি এবং সত্যের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যমে ধর্মযুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সম্প্রীতি ও মিমাংসার ভিত্তি রচনা করি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, পৃথিবীতে বসবাসরত সকল মানুষ, বিশেষ করে মুসলমানরা যেন এই সত্যকে উপলব্ধি করে, তাঁর দাবিসমূহ বুঝতে পারে এবং শিঘ্রই যেন তারা মসীহ্ ও মাহ্দীর বয়আত করে।

খুৎবা জুম্মার শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান। বলেন, সেখানে পরিস্থিতি আবরো অধঃপতিত হচ্ছে। আমরা এটি বলতে পারি না যে, সেখানে পূর্ণ শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। পাকিস্তানেও নিত্যদিনই কোন না কোন ঘটনা ঘটে থাকে। অনুরূপভাবে আলজেরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদের চিন্তাধারা ভালো বলে মনে হচ্ছে না। পুনরায় তারা মামলা চালু করতে চায়। সর্বোপরি পৃথিবীর সকল দেশে, যেখানেই কোন আহমদী কষ্টে আছে, এমন প্রত্যেক আহমদীকেই আল্লাহ্তা'লা নিরাপদে রাখুন। একই সাথে আহমদীদেরকেও এদিকে মনোনিবেশ করতে হবে যে, তারা যেন পূর্বের তুলনায় আরো বেশি খোদাতা'লার প্রতি বিনত হয়, নিজেদের ইবাদতসমূহ সঠিকভাবে পালন করে এবং বান্দার অধিকারও প্রদান করে আর তারা যেন নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে এবং আল্লাহ্র সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ্তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
26 March 2021

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org